জীবননগরে ২ প্রতিষ্ঠানকে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযোগ দুই জ্বালানী গ্যাস বিক্রেতাকে জরিমানা করেছে। আজ শনিবার জীবননগর বাজারের মেসার্স মিনহাজ মেশিনারী কে ১৫ হাজার টাকা এবং জীবননগর গ্যাস হাউজ কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে , চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ জীবননগর বাজার পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে জীবননগর বাজারের উপজেলা পরিষদ রোডের পাশের্ ^ অবস্থিত মেসার্স মিনহাজ ট্রেডার্স ও জীবননগর -চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশের্ ^ অবস্থিত মেসার্স জীবননগর গ্যাস হাউজে গ্যাস বিক্রির কোন রশিদ ও তালিকা মূল্য প্রদর্শন না করার অপরাধে মেসার্স মিনাহজ ট্রোর্ডের মালিক মতিয়ার রহমানকে ১৫ হাজার টাকা ও জীবননগর গ্যাস হাউজের মালিক ইকবাল উদ্দীন একরামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই সাথে বিক্রয়ের রশিদ প্রদান করা ও মূল্য তালিকা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এছাড়াও জীবননগর কাচা বাজারে পরিদর্শন কালে আলু , পেয়াজ, ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তদারকি কালে ক্রয় -বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও সরকার নির্ধারিত মুল্যে মালামাল বিক্রয়ের জন্য বলা হয় ও সতর্কীকরণ মুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরকে সহযোগীতা করেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আনিসুর রহমান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।

এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ ও সহকারী ভূমি কমিশনার তিথি মিত্র জীবননগর বাজার পরিদর্শনে যান এবং কাচা বাজারসহ নিত্য পন্যের বিভিন্ন দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রিসহ মুল্য তালিকা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুরে

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান ব্যক্তিগত সংক্ষিপ্ত সফরে স্বপরিবারে মেহেরপুর ঘুরে গেলেন।
শনিবার ১৬ সেপ্টেম্বর সকাল সোয়া এগারোটার সময় ব্যক্তিগত সফরে মেহেরপুর এসে পৌছান বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান। এসময় সার্কিট হাউজে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কে স্বাগত জানান অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিচার বিভাগ মেহেরপুরের বিচারকগণ, জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপার রাফিউল আলম এর নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা পুলিশ। এছাড়াও বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামানকে মেহেরপুরে স্বাগত জানাতে এ সময় উপস্থিত ছিলেন বারের সভাপতি কামরুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন।
সকাল সাড়ে ১১ টায় সার্কিট হাউজে মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। এর পর বিচারপতি দুপুর সাড়ে বারোটার সময় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং মুজিবনগর কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি ঐতিহাসিক আমঝুপি নীলকুঠি পরিদর্শনে যান। এ সময় তার সাথে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক, যুগ্ন জেলা জজ কবির হোসেন, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী জজ মেহেদী মোবারক মুনিম সহ বিচারবিভাগ মেহেরপুরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। নীলকুঠি পরিদর্শন শেষে বিচারপতি এ, কে, এম আসাদুজ্জামান মেহেরপুর বিচার বিভাগের বিচারকদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করে মেহেরপুর ত্যাগ করেন।

আলমডাঙ্গার মাধবপুর কলা চুরি করতে এসে ধরা; পুলিশে সোর্পদ

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাধবপুর গ্রামে ভোর রাতে কলার কাঁদি চুরি করতে এসে টিটু মন্ডল নামের এক ব্যক্তি এলাকাবাসীর কাছে ধরা পড়ে গণপিটুনির শিকার হয়েছে।

আজ শনিবার দিবাগত ভোর ৫ টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গণপিটুনির শিকার ওই ব্যাক্তি ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু থানার তৈলটুপি গ্রামের বসরত মন্ডলের ছেলে টিটু মন্ডল (৩৭)। পরে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের নিকট তুলে দেয় এলাকাবাসী।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার দিবাগত ভোরে কয়েকজন কৃষক মাঠে কাজ করতে যাচ্ছিল। এসময় অজ্ঞাত ব্যক্তিকে বিভিন্ন জমির কলার কাঁদি কাটতে দেখতে পায়। তার পরিচয় জানতে চাইলে, প্রথমে সে পাশ্ববর্তী গ্রাম বকসিপুর গ্রামে বাড়ি বলে দাবি করেন। পূণরায় ওই ব্যাক্তি ভ্যান যোগে চুরিকৃত কলার কাঁদি নিয়ে যাবার সময় এলাকার আরো কয়েকজন কৃষক বাড়ি জানতে চাইলে সে হরিণাকুন্ডু থানার তৈলটুপি গ্রামে জানায়। এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়, পরে তাকে নিয়ে আসে মাধবপুর মক্তব প্রাঙ্গণে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সে বিভিন্ন জমি থেকে কলার কাঁদি গুলো চুরি করেছে বলে স্বীকার করে। পরে উত্তেজিত জনতা ওই ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের নিকট তুলে দেয়।

আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মারজাহান জানায়, মাধবপুর-বকসিপুর মাঠে কলা চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে আটকে রাখে এলাকাবাসী । খবর পেয়ে ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। চুরিকৃত ছোট-বড় ৩৪ টি কলার কাঁদি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় চুরির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

` প্রধানবিচারপতির নিয়োগ

প্রক্রিয়া নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছেন তারা নির্বোধ’

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি হিসেবে ওবায়দুর হাসানকে নিয়োগ দেওয়ার পর থেকে বিরোধী শিবির থেকে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। ‘রাষ্ট্রপতি নেই দেশে, সেসময় কেনো নিয়োগ’, ‘বর্তমান প্রধান বিচারপতি থাকতেই নতুন প্রধান বিচারপতি নিয়োগ’ এধরনের তথ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা রকম গুজব-মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি ও আইনজ্ঞরা বলছেন, যারা আইন জানে না তাদের মুখে আইনের ব্যাখ্যা শুনলে তা ক্ষতিকর।

এর আগে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এই নিয়োগ দিয়েছেন। এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। বাংলাদেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বিদায়ী প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ সেপ্টেম্বর।

প্র্রজ্ঞাপনের পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএনপি ও তার সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর নানা কর্মীদের স্ট্যাটাসে বলা হয় – প্রধান বিচারপতির নিয়োগ নিয়ে অবৈধ অসাংবিধানিক কর্মকান্ড হচ্ছে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি দেশে নাই। ওনার অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের মত সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রক্রিয়াটি বৈধ নয়।

এধরনের বিভ্রান্তিকর খবর প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন, ‘প্রধানবিচারপতি নিয়োগের একান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এরজন্য তার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও পরামর্শের দরকার পড়ে না। ফলে উনি দেশে আছেন বা নেই সেটি কোন ইস্যু হতে পারে না। কেউ যদি ন্যূনতম আইন জেনে থাকে তাহলে এধরনের বক্তব্য প্রচার করতো না।’

তবে শপথ যেদিন হবে সেইদিন রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই থাকতে হবে বলে উল্লেখ করেন আপিল বিভাগের সাবেক এই বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘কারো যদি আইনে ও সংবিধানে জ্ঞান থাকে তবে এধরনের অবান্তর অবিশ্বাস্য কথা বলতে পারার কথা না। আমরা দেখছি বিএনপি সবসময়ই এধরনের বক্তব্য প্রচার করে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করে।

মেহেরপুরে ৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক-১

মেহেরপুরে ৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শের আলী(২৬) নামের এক ইজিবাইক চালককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত এক অভিযানে শের আলীকে আটক করে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আটককৃত শের আলী মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের ইসমাইল আলীর ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন,’মেহেরপুর যাদবপুর সড়ক দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানা পুলিশের এস আই সঞ্জিত, এএসআই শাকিলসহ একটি টিম অভিযান চালিয়ে ৯০ বোতল ফেন্সিডিলসহ শের আলীকে আটক করে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে হাসান ও মোকলেসুর রহমান নামের দুই মাদক কারবারি পালিয়ে যায়। এ সময় মাদক পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ব্যাটারি চালিত একটি ইজিবাইক জব্দ করেছে পুলিশ।

আটককৃত শের আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক জেলা আদালতে প্রেরণ করা হবে এবং পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযন চলছে।

আদালতে আদিলুরের অপরাধ প্রমাণিত: ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রস্তাবের কী হবে?

বাংলাদেশের আদালতে আদিলুরের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অথচ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক যৌথ প্রস্তাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে অধিকারের বিষয়ে সাতটি বিষয় উল্লেখ করা হয়। আইনজীবীরা বলছেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী। তাই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তুাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২০১৩ সালে তথ্য প্রযুক্তি আইনে ঢাকার মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অভিযান নিয়ে তথ্য বিকৃতির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান শুভ্র এবং পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের দুই বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আদালত প্রাঙ্গণে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা দূতাবাসের প্রতিনিধিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একইদিনে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চর্চার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। সেখানে মানবাধিকার সংস্থা ’অধিকার’ বাংলাদেশে একটি এনজিও যার নিবন্ধন বাতিলসহ এক দশকেরও বেশি হয়রানির শিকার হয়ে আসছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের সময় মানবাধিকার রক্ষার কথা বলে কিন্তু সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো সরকারের দ্বারা হয়রানি ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওই প্রস্তাবে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে

প্রত্যাহার এবং সংগঠনটির নিবন্ধন পুনরায় চালু করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশের আদালতে অধিকারের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এখন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব কতটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মানবাধিকারের কথা বলে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট যে প্রস্তুাব দিয়েছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন আইনজীবী রানাদাশগুপ্ত। তিনি বলেন, মানবাধিকারের কথা বলে অধিকার সংগঠনটি দেশকে অস্থিতিশীল করতে পারে এমন মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলো। সেটাও মানবাধিকারপরিপন্থী।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলাম সমাবেশ করে। পরে সমাবেশস্থলে রাত্রিযাপনের ঘোষণা দেন সংগঠনের নেতারা। তাদের সেখান থেকে সরিয়ে দিতে যৌথ অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ওই অভিযানে ৬১ জন নিহত হয় বলে দাবি করেছিল অধিকার। তবে সরকারের ভাষ্য, সেই রাতের অভিযানে কেউ মারা যায়নি। পরবর্তীতে ৬১ জন নিহতের তালিকার সত্যতা পাওয়া যায়নি।

তদন্ত শেষে ওই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার আদালতে আদিলুর ও এলানের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। এতে ৩২ জনকে সাক্ষী করা হয়। ওই বছরের ১১ সেপ্টেম্বর মামলাটি বিচারের জন্য অভিযোগ আমলে নেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনাল। এরপর ২০১৪ সালে দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামি আদিলুর ও এলান ৬১ জনের মৃত্যুর ‘বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা’ তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচার করে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নের অপচেষ্টা চালায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সরকার ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি দেশে-বিদেশে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করে।

নাইকো দুর্নীতিতে খালেদা জিয়া

ও ‘হাওয়া ভবন’ সম্পৃক্ততার সাক্ষ্য আসছে

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নাইকো দুর্নীতি মামলা কার্যক্রম আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর নতুন পথে হাঁটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নাইকো দুর্নীতি মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) এক কর্মকর্তা ও কানাডার রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের ২ কর্মকর্তাকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছে প্রসিকিউশন। অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯-এর আদালতে এ আবেদন করেন।

সামনে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া এরই মধ্যে একাধিক দুর্নীতির মামলায় সাজা পেয়ে কারাবন্দি। একই সময়ে বাংলাদেশের আদালতে চলছে ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলার শুনানি। এবার সেটা একধাপ এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

খালেদা জিয়া ছাড়া এই মামলার অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত এ কে এম মোশাররফ হোসেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউছুফ হোসাইন, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, বাগেরহাটের সাবেক এমপি ও ঢাকা ক্লাবের সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম এবং নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ। এরইমধ্যে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, এ কে এম মোশাররফ হোসেনের মৃত্যু হওয়ায় আসামির তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে দুর্নীতি হয়েছিলো

কানাডায় নিবন্ধিত তেল ও গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ‘নাইকো’বাংলাদেশের কয়েকটি গ্যাস ফিল্ড লিজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। পূর্ব ও পশ্চিম ছাতক গ্যাসফিল্ড নিয়েই মূলত বিতর্ক। ২০০২ সাল পর্যন্ত পূর্ব ছাতক গ্যাস ফিল্ড একটি ভার্জিন গ্যাস

ফিল্ড অর্থাৎ গ্যাসে পূর্ণ ছিল বলে বাপেক্স এবং বাংলাদেশের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অভিমত দিয়েছিল। ‘নাইকো’ নানা অসৎ পন্থা অবলম্বন করে আমাদের দেশের তৎকালীন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে এই পূর্ব ছাতক গ্যাস ফিল্ডটি লিজ নেয় এবং একটি পরিত্যক্ত গ্যাস ফিল্ড হিসেবে এটাকে তখন তাদের হাতে দেওয়া হয়। আসলে এই গ্যাস ফিল্ড কখনো পরিত্যক্ত ছিল না৷ কিন্তু তখন অস্বচ্ছ এক চুক্তিতে নাইকোকে দু’টি গ্যাসফিল্ডই পরিত্যক্ত হিসেবে কম দামে দিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে তারেক রহমানের হাওয়া ভবন সরাসরি যুক্ত ছিলো।

সেই ‘নাইকো’ দুর্নীতির ঘটনা এখন বিশ্বখ্যাত। কানাডার আদালতে এরইমধ্যে ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলায় কানাডিয়ান অপরাধীদের দণ্ডিত করা হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের আদালতে দায়েরকৃত ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলায় বাংলাদেশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়া চলমান।

২০১৮ সালের ২২ নভেম্বর ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলায় রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআইয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সাক্ষ্য নিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিচারিক আদালতে আবেদন করা হয়। এবছর ৯ সেপ্টেম্বর আবারও সেই আবেদন সামনে আনা হয়েছে। যদি আবেদনটি বাংলাদেশের আদালত আমলে নেয়, তাহলে এটিই হবে বাংলাদেশের কোনো আদালতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক দুর্নীতির মামলায় বিদেশি নাগরিকের সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্যগ্রহণের ঘটনা। এবং মামলার কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ আরেকধাপ এগিয়ে যাবে।

কানাডার তদন্ত শুরু ২০০৫ সালেই

পূর্ব ছাতকের গ্যাস ফিল্ড নেওয়ার ব্যাপারে ‘নাইকো’ যে ঘুষ প্রদান করে, তা নিয়ে কানাডার রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশ ২০০৫ সালে তদন্ত শুরু করে এবং তারা তদন্তে প্রমাণ পায়, ‘নাইকো’ কোম্পানি কানাডা থেকে ঘুষের টাকা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দেশ হয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে ঘুষ দিয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) রাজধানীর তেজগাঁও থানায় একটি মামলা করে। এরপর ২০০৮ সালের ৫ মে চুক্তির সময়কার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) জমা দেয় দুদক। অভিযোগপত্রে আসামিদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ যে কারণে

এই মামলা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উভয়ের বিরুদ্ধেই ছিল, কিন্তু শেখ হাসিনার বিপক্ষে মামলা খারিজ হয়ে গেছে এবং খালেদা জিয়ার বিপক্ষে মামলা চলছে। অনেক সময় নিন্দুকেরা বলার চেষ্টা করেন যে, কেন শেখ হাসিনার মামলাটি খারিজ হলো। কারণটা স্পষ্ট। কখনো খোঁজ নিয়ে দেখলে প্রশ্নটা উত্থাপন করতো না কেউ। শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬-২০০১ সালে ‘নাইকো’ কোম্পানির সঙ্গে দরকষাকষি করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা চুক্তি করেনি। কারণ ‘নাইকো’র একটি শর্ত বাংলাদেশের স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছিল।

অন্যদিকে খালেদা জিয়ার সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেই নাইকোর সঙ্গে তাদের সব শর্ত মেনে চুক্তি সই করে ফেলে। ২০০৩ সালের ১৬ অক্টোবর নাইকো-বাপেক্স জেভিএ সই হয়। পরবর্তী সময়ে কানাডার আদালতে প্রমাণিত হয় যে নাইকো বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার আমলে ঘুষ দিয়ে কাজ পায়। হাওয়া ভবনের গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ঘুষ নেন এবং খালেদা জিয়ার তৎকালীন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেনকে ১ লাখ ৯০ হাজার কানাডীয় ডলার দামের একটি গাড়ি ও বিদেশ সফরের জন্য পাঁচ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নাইকোর বিরুদ্ধে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

আলমডাঙ্গায় ফিরোজা ক্লিনিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত;১০ হাজার টাকা জরিমানা

চিকিৎসা সেবার নামে প্রতারণা করার অভিযোগে আলমডাঙ্গা পৌর শহরের হাউসপুরে অবস্থিত ফিরোজা ক্লিনিকে অভিযান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানে ওই ক্লিনিক মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত সূত্রে জানাজায়, পৌর এলাকার হাউসপুর এলাকায় অবস্থিত ফিরোজা ক্লিনিকে লাইসেন্স বিহীন, নোংরা পরিবেশ ও অনুমোদন না পেয়েও ক্লিনিকে রোগী ভর্তি করে চিকিৎসা সেবার নামে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। এমতাবস্থায় উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এছাড়াও দ্বিতলায় অপরিকল্পিত বেড ও রান্নাঘরের অস্তিত্বও পায়।

এঘটনায় উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ ওই ক্লিনিকের ম্যানেজার আবুল কালাম আজাদকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন নির্দেশনা দেন ওই কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় আন্তঃজেলা তিন চোর সদস্য আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চুরি যাওয়া লোহার তৈরী দরজা (গ্রিল) জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় চুরির অভিযোগে আন্তঃজেলা চোর চক্রের তিন সদস্যকে আটক করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতাররা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার পোড়াদহ এলাকার ইয়াকুব আলীর ছেলে রবিন আলী (২২), আজাদ শেখের ছেলে রিন্টু শেখ, আব্দুল গনির ছেলে শিহাব (১৯)।

পুলিশ জানায়, আজ বৃহস্পতিবার সকালে থানাপুলিশের বিশেষ অভিযান চলছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌর এলাকার বাস-টার্মিনাল সংলগ্নে পুলিশ অভিযান চালায়। এসময় তিন আন্তঃজেলা চোরচক্রের সদস্যকে সন্দেহজনক ভাবে আটক করে। পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তাদের নিকট থেকে লোহার দরজা (গ্রিল) জব্দ করে পুলিশ। যার ওজন প্রায় ৪৭

কেজি ও বাজার মূল্য প্রায় ৩ হাজার ২৯০ টাকা।

আটকৃত তিন আন্তঃজেলা চোরচক্রের সদস্যদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা করেছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ ৪র্থ বার শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৪র্থ বারের মত শ্রেষ্ঠ ওসি নির্বাচিত হয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার্স ইনচাজ বিপ্লব কুমার নাথ। জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ, প্রশাসনিক ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপারের (এসপি) কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা পুলিশ সূত্র জানায়, গেলো আগস্ট মাসের মাসিক কল্যাণ ও অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন, অপরাধীদের আটক, মামলা গ্রহণ, বিচারে সহায়তা, সড়কে শৃঙ্খলা, অপরাধীদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়াসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত হন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার্স ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের হাতে শ্রেষ্ঠ ওসির সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

পুলিশ সুপার সভায় উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, পুলিশের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক। পুলিশের কাজ মানুষের সেবা দেওয়া। তাই আমাদের অবশ্যই মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। এ সময় জেলায় কর্মরত পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা ও বিভিন্ন থানার পুলিশের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।